১৩-১১-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- অপগুণ মুক্ত করে স্বচ্ছ হৃদয়ের হও, সত্যতা এবং পবিত্রতার গুণ ধারণ করো তাহলেই সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে ।

প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কর্মাতীত অবস্থা কখন আর কিভাবে হবে ?

উত্তর :- যখন লড়াইয়ের উপকরণ সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবে, তখন তোমাদের ক্রমানুসারে কর্মাতীত অবস্থা হতে থাকবে । এখন এর দৌড় চলছে । কর্মাতীত হওয়ার জন্য পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধি দূর করা উচিত । শিববাবা, যার থেকে আমরা ২১ জন্মের আশীর্বাদী বার্সা পাই, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যেন স্মরণে না আসে, আর সম্পূর্ণ পবিত্র হও ।

গীত :- হে প্রাণী নিজের মুখ দেখো .....

ওম্ শান্তি । যেহেতু বেহদের বাবাকে বাচ্চারা পেয়েছে আর বাচ্চারা তাঁকে চিনতেও পেরেছে তাই এখন প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে আমরা কত পাপ আত্মা ছিলাম আর এখন কতো পুণ্য আত্মা হচ্ছি । যতো আমরা শ্রীমতে চলবো ততই বাবাকে অনুসরণ করবো । বাচ্চাদের সামনে এক তো এই চিত্র আছেই আর দিলওয়াড়া মন্দিরও সম্পূর্ণ স্মরণে হয়েছে । গানও গাওয়া হয়, দূরদেশে থাকা এখন পরদেশে পতিত শরীরে এসেছে । বাবা নিজেই বলেন যে, এ হলো পরের দেশ । পরের কার ? রাবণের । তোমরাও পরের দেশে অর্থাৎ রাবণ রাজ্যে আছ । ভারতবাসী প্রথমে রাম রাজ্যে ছিল । এখন পরের অর্থাৎ রাবণ রাজ্যে আছে । শিববাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না । এই ব্রহ্মা বিচার সাগর মন্থন করে বোঝান যে, দিলওয়াড়া মন্দির হলো জৈনদের । যারা চৈতন্য হয়ে গিয়েছিলো তাদেরই জড় স্মরণ । আদি দেব, আদি দেবীও এখানে বসে আছে । ওপর হলো স্বর্গ । এখন যারা তাদের ভক্ত তারা যদি এই জ্ঞান পায় তাহলে তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে বরাবর নীচে যারা আছে তারা রাজযোগের শিক্ষা নিচ্ছে । ওপরেও প্রবৃত্তি মার্গ আবার নীচেও প্রবৃত্তি মার্গ । কুমারী কন্যা, অধর কন্যা এদের চিত্রও আছে । অধরকুমার আর কুমারীদের চিত্রও আছে । মন্দিরে আদিদেব ব্রহ্মাও আছে আবার বাচ্চাদের চিত্রও আছে । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে ব্রহ্মা এবং সরস্বতীই রাধা কৃষ্ণ হয় । এ হলো ব্রহ্মার আত্মার অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্ম । এ হলো বাবা এবং বাচ্চাদের স্মরণ । এমন তো নয় যে হাজার বা লাখ চিত্র রাখবে । মডেল হিসেবে কিছু চিত্র রাখা হয় । জগত অম্বা, জগত পিতা আর তাদের অনেক সন্তানও আছে । মায়েদের আধিক্য থাকার কারণে ব্রহ্মাকুমারী নাম লেখা হয়েছে । মন্দিরেও কুমারী কন্যা এবং অধর দেবী আছে । ভেতরে গেলে হাতির উপর অধিষ্ঠিত পুরুষদের চিত্রও আছে । এ সব কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো ।

তোমরা এখন স্বচ্ছ হৃদয়ের হতে শুরু করেছো । আত্মার থেকে অপগুণ মুক্ত করছো । তোমাদের মাম্মা যখন কাউকে বোঝাতেন তখন তার সেই জ্ঞানের তীর লেগে যেত । তারমধ্যে স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতা ছিলো । তিনি ছিলেনও কুমারী । মাম্মার নামও প্রথমে আসে । প্রথমে লক্ষ্মী এবং তারপরে নারায়ণ । এখন বাবা তোমাদের বলছেন মাম্মার মতো গুণ ধারণ করো । অপগুণ মুক্ত হতে থাকো । মুক্ত না হতে পারলে তোমাদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । সুপুত্রদের কাজই হলো প্রতিটি কথাকে বোঝা । আগে তোমরাই অবুঝ ছিলে । এখন বাবা তোমাদের বুঝদার করে তুলছেন । অজ্ঞান অবস্থায় বাচ্চারা

খারাপ হয় আর তখন বাবার নাম বদনাম করে । ইনি হলেন বেহদের বাবা । ব্রহ্মাকুমার - কুমারী নামে পরিচয় দিয়ে তারপর ঈশ্বর বাবার নাম বদনাম করলে তার কি হাল হবে । এমন কাজ কেন করবে যাতে পদও ভ্রষ্ট হয় আর অনেকের লোকসান হয়ে যায় । তাই বাবা বোঝান, দূরদেশ থেকে আসি এই পরদেশে । এরপর দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় । ভক্তিও দ্বাপর থেকেই শুরু হয়, এখন সকলেরই তমোপ্রধান, জর্জরিভূত অবস্থা । এ হলো বেহদের পুরানো ঝাড় । বেহদের এই জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না । বেহদের এই সন্ন্যাসও কেউ করাতে পারে না । দুনিয়ার সন্ন্যাসী হদের সন্ন্যাস করায় । বেহদের বাবা বেহদের পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করায় । তিনি আত্মাদের বোঝান, হে বাচ্চারা, এ হলো পুরানো দুনিয়া । তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত । অবশ্যই এই বিনাশ হবে তাই বেহদের বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো । হে আত্মারা, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ ? আমরা হলাম আত্মা, পরমাত্মা বাবা আমাদের পড়ান । যতক্ষণ না এই কথা পাক্কা নিশ্চিত হয়, কিছুই বুঝতে পারবে না । প্রথমে এই নিশ্চিত করো যে আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী । আমরা অশরীরী আত্মা শরীরে এসে প্রবেশ করি । না হলে এই জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে । যেমনভাবে আত্মারা পরমধাম থেকে এসে শরীরে প্রবেশ করে তেমনই পরমপিতা পরমাত্মাও এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন - তোমরা হলে আমার বাচ্চা । আমি সাগরের সন্তান তোমরা স্থলে শেষ হয়ে গিয়েছিলে । এখন আমি এসেছি তোমাদের পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য । যারা বেশী বিকারে যায় তাদেরই ভ্রষ্টাচারী পতিত বলা হয় । এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই এখন বিকারী তাই এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আমি এই রাবণ রাজ্যে এসেছি । ৫ হাজার বছর আগেও আমি এসেছিলাম । প্রতি কল্পে আমি আসি আর আসিও এই সঙ্গম যুগে, বাচ্চাদের মুক্তি আর জীবনমুক্তি দিতে । সত্যযুগে হলো জীবনমুক্তি । তখন বাকি সবাই মুক্তিতে থাকে । তাও এত সব যে আত্মা তাদের কে নিয়ে যাবে ? বাবাকেই লিবারেটর আর গাইড বলা হয় । বাবা এসেই ভক্তদের ভক্তির ফল দেন । তোমরাই পূজারী থেকে পূজ্য হও । বাবা আর কোনো অসুবিধা করান না । দিলওয়াড়া মন্দিরের চিত্র সম্পূর্ণ সঠিক । বাচ্চারা যোগে বসে, তাদের শিক্ষা কে দেন ? পরমপিতা পরমাত্মার চিত্রও আছে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা সত্যযুগের স্থাপনা করছেন । এখানেও চিত্রে দেখো, ঝাড়ের নীচে তপস্যা করছে । ব্রহ্মা, সরস্বতীরও মাতা হয়ে গেছেন। গায়নও আছে.... ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা .....নিরাকারকে কিভাবে বলবে । এনার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেছেন তাই ইনি মাও হলেন । সন্ন্যাসীরা তো নিবৃত্তি মার্গের - নিজের মুখেই তারা বলে, এরা আমার অনুসরণকারী । তারাও বলে যে আমরা অনুসরণকারী । এখানে তো মাতা,পিতা দুইই আছে, তাই বলা হয় ....ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ....তিনি বন্ধুও । যার মধ্যে প্রবেশ করেন তিনিও পড়েন, তাই সখাও হয়ে যান । শিববাবা বলেন আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের দত্তক নিয়েছি । তোমরা রাজযোগ শিখছো । শিববাবার তো নিজের শরীর নেই । মন্দিরে তো লিঙ্গ রাখা আছে । দিলওয়াড়ার অর্থ বুঝতেই পারে না । অধর কুমার, কুমারীরাও আছে আর শিক্ষক শিববাবার চিত্রও আছে । স্বর্গের মালিক যিনি বানাবেন তাঁকে তো ওস্তাদ হওয়া চাই । ওখানে কৃষ্ণের কথা নেই । ওখানে ব্রহ্মা বসে আছেন - সেখানে কৃষ্ণ কিভাবে আসবে ? কৃষ্ণের আত্মা তপস্যা করছেন সুন্দর হওয়ার জন্য । এখন উঁনি শ্যাম । ওপরে বৈকুন্ঠের সুন্দর চিত্র রয়েছে । ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরাই পরে দেবতা হবে । তোমাদের এমন যিনি বানান তিনি হলেন সবথেকে উঁচু । তাই এই দিলওয়াড়া মন্দিরও সবথেকে উঁচু ।

তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান তো সবাইকে দাও, কিন্তু কেউ কি বুঝতে পারে যে জ্ঞানে এসে পতি - পত্নী দুজনে একসাথে থেকে পবিত্র থাকা - এ তো অনেক বড় শক্তি । কিন্তু এই কথা বুঝতে পারে না

যে এ হলো সর্বশক্তিমান বাবার শক্তি । বাবা দেখো তোমাদের স্বর্গের কতো লোভ দেখান । বাচ্চারা পবিত্র হও তাহলেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । মায়ার তুফান তো অনেকই আসবে বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা কতো ফার্স্টক্লাস ছিলে । তোমাদের কি হয়ে গেল ? বাবা চট্ করে বলে দেবে, এইসময় ব্রাহ্মণদের মালার মধ্যে নম্বরের ক্রমানুসারে কে কে আছে । কিন্তু সবাই এইভাবে থাকবে না । এই কামাইয়ে দশা বসবে । কারোর যদি রাহুর দশা আসে তাহলে ছেড়ে চলে যায় আবার সেই পুরানো দুনিয়ায় । তারা বলে আমাদের দ্বারা এই পরিশ্রম হবে না । বাবাকে স্মরণ করতে পারি না । এই 'না' বলাতে তারা নাস্তিক হয়ে যায় । দশা সবসময় ঘুরতে থাকে । মায়ার আসাতে ঢিলে হয়ে যায় । যদি ভাগন্তী হয়ে যাও তাহলে শ্যাম (কালো) হয়ে যাবে । এখানে আসেই তো সুন্দর হওয়ার জন্য । তোমরা ব্রাহ্মণ বংশের যারা তারা শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছো । এখানে অনেক জবরদস্ত কামাই । বাচ্চারা জানে যে মাম্মা - বাবা, লক্ষ্মী - নারায়ণ হবেন । বাচ্চারা বলে, বাবা, আমরা আপনার সমান পুরুষার্থ করে অবশ্যই সিংহাসনের উপযুক্ত হবো । উত্তরাধিকারী হবো । কিন্তু তবুও গ্রহের দোষ তো এসেই যায় । চলনও ভালো হওয়া চাই । তোমাদের কাজই হলো ঘরে ঘরে এই সন্দেশ পৌঁছনো যে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বিনাশ সামনে উপস্থিত ....তোমরা এই নিমন্ত্রণ দাও । দিন - প্রতিদিন তোমাদের বৃদ্ধি হতে থাকবে । সেন্টারও খুলতে থাকবে । এত বড় বড় বাড়িও কম পড়ে যাবে । আগে গিয়ে কত বাড়ির প্রয়োজন হবে । এই ড্রামাতে যারা আসবে তাদের জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন । বাচ্চারা নিজেদের জন্যই সবকিছু করছে । তাই বাচ্চাদের বেহদের খুশী হওয়া চাই কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধিযোগ নষ্ট করে দেয় । এখন মালা সম্পূর্ণ হতে পারবে না - অন্তিমে রুদ্রের মালা হবে তারপর বিষ্ণুর মালা হবে । বাবা কতো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেন । অম্বাদেবীর মন্দিরের সামনেও সেন্টার হওয়া উচিত যাতে সবাইকে বোঝানো যায়, ইনিই হলেন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী । তাহলে সেখানেও ভিড় হতে থাকবে । তোমরা কেবল কাজ করো, অর্থ ছম - ছম করে আসতেই থাকবে । এই নাটকে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা দশটা সেন্টার খোলো, বাবা গ্রাহক দিয়ে দেবে । কিন্তু সেন্টারই খুলতে পারো না । কলকাতার মতো শহরে তো অনেক সেন্টার খোলা চাই । হিম্মতবান বাচ্চা আর সাহায্যকারী বাবা, যে কাউকেই টাচ্ করে দেবে । কাজ তো তোমাদের করতে হবে । বহুরূপীর সন্তান তোমরাও বহুরূপ ধারণ করে এই সেবা করতে পারো । যে কোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । জৈনদেরও সেবা করতে হবে । অনেক ভালো, বড় বড় জৈন আছে । কিন্তু বাচ্চাদের এমন বিশাল বুদ্ধি নেই যে সার্ভিস করতে পারে । কিছু দেহ - অভিমান থেকেই যায় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার হয়ে মায়ার বশে যেও না । কর্মাতীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বাবাকে ভুলে নাস্তিক হওয়া যাবে না ।

২) বুদ্ধিতে বেহদের সন্ন্যাস ধারণ করতে হবে । বেহদের খুশীতে থেকে বিশাল বুদ্ধির হয়ে সেবা করতে হবে ।

বরদান :- সবকিছু বাবার কাছে সমর্পণ করে ডবল লাইট থেকে বাবার সমান পৃথক এবং প্রিয় হও ।

ডবল লাইটের অর্থ হলো সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করা । এই শরীরও আমার নয় । এই শরীর সেবার অর্থে বাবা আমাকে দিয়েছে । তোমাদের তো এই প্রতিজ্ঞা যে ...."তন - মন - ধন সবই তোমার" । যখন শরীরই আমার নয় তখন আর কি রইলো । তাই যেন সর্বদা কমল পুষ্পের দৃষ্টান্ত স্মৃতিতে থাকে যে আমি কমল পুষ্পের সমান পৃথক এবং প্রিয় । এমন পৃথক যারা থাকতে পারে তারাই পরমাত্ম প্রেমের অধিকারী হয় ।

স্লোগান :- মর্যাদার সীমারেখায় যারা থাকে তারাই মর্যাদা পুরুষোত্তম ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী এই তিন শব্দ যে বলা হয় তার যথার্থ অর্থ বোঝা অত্যন্ত জরুরী । মানুষ ভাবে যে এই তিন গুণ একত্রে চলতে থাকে, কিন্তু বিবেক কি বলে -- এই তিন গুণ কি একসাথে চলে আসছে বা তিন গুণের পার্ট আলাদা আলাদা যুগে আসে ? বিবেক তো এই কথাও বলে যে এই তিন গুণ একসাথে চলে না, যখন সত্যযুগ থাকে তখন সতোগুণ, দ্বাপরে রজোগুণ, আর কলিযুগে থাকে তমোগুণ । যখন সতো থাকে তখন রজো বা তমো থাকে না, যখন রজো থাকে তখন আবার সতোগুণ থাকে না । মানুষ তো এই কথাই ভেবে আসছে যে এই তিন গুণ একসাথে চলে আসছে । এই কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল, দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে, মানুষ যখন সত্য কথা বলে, পাপ কর্ম না করে, তখন তার সতোগুণী অবস্থা, কিন্তু বিবেক বলে যে আমরা যখন সতোগুণী বলি তখন এই সতোগুণের অর্থ সম্পূর্ণ সুখ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টি সতোগুণী । বাকি এমন বলবে না যে, সত্য কথা বলেন, তাই উনি সতোগুণী আর যে মিথ্যা কথা বলে সে কলিযুগী তমোগুণী, এমনভাবেই দুনিয়া চলে আসছে । এখন আমরা যখন সত্যযুগ বলি, তার অর্থ সমস্ত সৃষ্টি সতোগুণ, সতোপ্রধান হওয়া প্রয়োজন । হ্যাঁ, কোনো এক সময় এমনই সত্যযুগ ছিলো যখন সমস্ত সংসার সতোগুণী ছিলো । এখন সেই সত্যযুগ নেই, এখন হলো কলিযুগী দুনিয়া, সমস্ত সৃষ্টির উপর তমোপ্রধানতার রাজ্য । এই তমোগুণী সময় সত্যযুগ কেমন করে আসবে ! এখন হলো ঘোর অন্ধকার, যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয় । ব্রহ্মার দিন হলো সত্যযুগ, আর ব্রহ্মার রাত হলো কলিযুগ, তাই আমরা এই দুই যুগকে মেলাতে পারি না ।

২) "এই কলিযুগী দুনিয়ায় কোনো সার নেই, এই সংসার হলো অসার"

এই কলিযুগী সংসারকে কেন অসার সংসার বলা হয় ? কেননা এই দুনিয়ায় কোনো সার নেই, কোনো বস্তুতেই সেই শক্তি নেই অর্থাৎ সুখ, শান্তি আর পবিত্রতা নেই, অথচ এই সৃষ্টিতেই এক সময় সুখ, শান্তি আর পবিত্রতা ছিলো । এখন সেই শক্তিই নেই কারণ এই সৃষ্টিতে পাঁচ বিকার রূপী ভূতের প্রবেশ ঘটেছে, তাই এই সৃষ্টিকে ভয়ের সাগর অথবা কর্মবন্ধনের সাগর বলা হয়, এই কারণেই মানুষ দুঃখী হয়ে পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে, পরমাত্মা আমাকে ভব সাগর থেকে পার করো, এর থেকে সিদ্ধ হয় যে অবশ্যই কোনো অভয় বা নির্ভয়তার কোনো সংসার আছে যেখানে আমরা যেতে চাই, তাই

এই সংসারকে পাপের সাগর বলা হয়, যা পার করে আমরা পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় যেতে চাই । তাই দুনিয়া দুটি, এক হলো সত্যযুগী সারের দুনিয়া, দ্বিতীয় হলো কলিযুগী অসারের দুনিয়া । দুই দুনিয়াই এই সৃষ্টিতেই হয় । আচ্ছা -- ওম শান্তি ॥